দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 03 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

আদালতের আদেশ লঙ্ঘন করছে স্কুল

শিশু শিক্ষার্থীদের কাঁধে বইয়ের বোঝা

- স্পাইনাল কর্ডে ব্যথা, ও ক্যালসিয়াম ঘাটতিসহ স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে
- পাঠক্রমে বোর্ডের অনুমোদনহীন অতিরিক্ত বই

এম এইচ রবিন ●

শিশুদের স্কুলব্যাগ বহন নিয়ে আদালতের আদেশের গুরুতর লঙ্ঘন করে চলেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। ওই বিষয়ে আদালতের দেওয়া নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করেনি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রশাসনও নেয়নি কোনো পদক্ষেপ। সে বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করেই চলছে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

আদালতের আদেশ লঙ্ঘন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শিশুদের ব্যাগের বোঝা বহন।

স্কুলশিশুদের ব্যাগ বহনে আইন, নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়নে কেন সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে হাইকোর্ট গত বছর ৩০ নভেম্বর একটি রুল জারি করেন। বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের বেঞ্চ এ রুল দেন। একই সঙ্গে আইন সচিব, শিক্ষা সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মানবাধিকার কমিশনকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এর আগে শিশুদের ব্যাগ বহনে সুনির্দিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশনা চেয়ে গত বছর ২৮ নভেম্বর রোববার সুপ্রিম কোর্টের তিন আইনজীবী আবেদন করেন। তারা হলেন মাসুদ হোসাইন দোলন, মোহাম্মদ জিয়াউল হক ও আনোয়ারুল করিম।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, রুলে প্রাথমিক-পূর্ব শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যাগ বহন না করতে এবং প্রাথমিক-পরবর্তী শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুর ওজনের ১০ ভাগের বেশি নয়, এমন ওজনের ব্যাগ বহনের বিষয়ে আইন, নীতিমালা বা বিধিমালা প্রণয়নের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়।

এক তথ্যে জানা গেছে, গত বছর জুলাই মাসে ভারত সরকার ঘোষণা করে শিশুদের স্কুল ব্যাগের ওজন ওই শিশুর নিজের শরীরের ওজনের শতকরা দশ ভাগের বেশি হতে পারবে না। দেশটির সরকার ৪৪ দফা সুপারিশ জারি করে পরামর্শও দিয়েছে কীভাবে শিশুর বইয়ের ব্যাগের ওজন কমানো সম্ভব। কর্মকর্তারা বলছেন, ভারী স্কুলব্যাগ বহন করার ফলে শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে এবং তাদের শিরদাঁড়া এবং হাড়ের জোড় অংশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আদালতের দেওয়া নির্দেশনা বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ দেখা যায় না। বর্তমানেও বইয়ের বোঝা টানতে হাঁসফাঁস করছে স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা। অতিরিক্ত ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে পানি, লবণ, গ্লুকোজ বের হয়ে যাওয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে অনেক শিশু। ভারী ব্যাগ পিঠের ওপর বহন করায় মেরুদণ্ডে ব্যথা, বেড়ে ওঠায় বিঘ্ন, ক্যালসিয়াম ঘাটতিসহ শিশুদের বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। আর তদারকি না থাকায় আইন মানছে না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে বাড়তি বইয়ের বোঝা বইতে হচ্ছে শিশুদের, আর অভিভাবকদের বহন করতে হচ্ছে অতিরিক্ত ব্যয়ভার।

রাজধানীর সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের মালিবাগ শাখায় সম্প্রতি এক সকালে এক অভিভাবক জানান, তার মেয়ে সুপ্তি প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী। সাড়ে পাঁচ বছর বয়স। স্কুলে ভর্তি হয়েছে এ বছর। এই শিক্ষার্থীর স্কুলের বুকলিস্ট অনুযায়ী পাঠ্যবই ১২টি। এর মধ্যে সরকারি পাঠক্রম অনুযায়ী ৩টি– বাংলা, ইংরেজি ও গণিত। বাকি বই সরকারের অনুমোদন ছাড়াই অতিরিক্ত পাঠ্য করিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেগুলো হচ্ছে– পরিবেশ পরিচিতির কথা, ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, অক্সফোর্ড ওয়ার্ড বুক, ইংরেজি গ্রামার, ইংরেজি গল্প, বাংলা গল্প এবং ড্রইং বই। বইয়ের সঙ্গে লেখক ও প্রকাশকের নাম যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত এসব বই কেনাও বাধ্যতামূলক। অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রকাশকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে অতিরিক্ত বই-খাতা পাঠ্য করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এভাবে শিক্ষার্থীদের ছোট্ট কাঁধে চাপানো হয় অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা।

অভিভাবকদের অভিযোগের বিষয়ে কথা বলতে চাইলে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের মালিবাগ শাখার প্রিন্সিপাল কর্নেল (অব.) শামসুল আলম সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকৃতি জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিভাবক জানান, এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বই-খাতা ছাড়াও স্কুলের পোশাক, জুতা, পেনসিল, ইরেজার, কলম, জ্যামিতিবক্স, পেনসিলবক্স, স্কেলসহ লেখাপড়ার উপকরণ সব কিছুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নির্ধারিত স্টোর থেকে কিনতে বাধ্য করা হয়।

বেইলি রোডে ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী জানান, তার মেয়ে পিঠের ব্যথার কারণে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে তাকে বইয়ের ব্যাগ বহন না করার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তার। সিদ্ধেশ্বরী বালক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর মঙ্গলবার হিটস্ট্রোক হয় বলে জানায় তার সহপাঠী। কিন্ডারগার্টেনগুলোয় অনেক বেশি বই দেখা যায়। রাজধানীর ইসলামপুরে বেবি কেয়ার কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড হাই স্কুলের ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাজিয়া বিনতে আলম তুবা। তার পাঠ্যবই ১৪টি। এই স্কুলের আরেক শিক্ষার্থী তাসমিয়া বিনতে আলম মিমিয়া পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। তারও ১৪টি বই। তাদের অভিভাবক সুবর্ণা চাকলাদার পপি জানান, বাংলা ২টি, ইংরেজি ২টি, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম, ওয়ার্ড বুক, কবিতা, গল্পের বই, সাধারণ জ্ঞান এবং ড্রয়িং ২টিসহ মোট ১৪টি এবং প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক খাতা রাখতে হয় সব শিক্ষার্থীকে। স্কুল ব্যাগে পানির বোতল, টিফিনসহ একেকটি ব্যাগের ওজন পাঁচ-ছয় কেজির ওপরে। পাঁচ থেকে ছয় বছরের বাচ্চার জন্য এমন ভারী ব্যাগ বহন করা কি উচিত? দুজনের ব্যাগ দুই হাতে আর বাচ্চাদের নিয়ে রাস্তা পার হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আবুল এহসান বলেন, এনসিটিবির পাঠ্যবইবহির্ভূত বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার অতিরিক্ত বই চাপিয়ে দেওয়ার এই বাণিজ্য শুধু রাজধানীতে সীমাবদ্ধ নয়, দেশের সর্বত্রই চলছে। এ বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষক সমিতি, স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মকর্তা। এ কারণে অতিরিক্ত ৪০ শতাংশ শিক্ষাব্যয় বেড়েছে অভিভাবকদের।

স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সোহেলা আখতার বলেন, অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ভারী ব্যাগ পিঠের ওপর বহন করার ফলে শিশুর স্পাইনাল কর্ডে চাপ পড়ে। চাপ পড়ে কোমরে, হাড়ে ক্যালসিয়াম ক্ষয় হয়। এখন গরমে অতিরিক্ত ঘাম ঝরে শরীরে পানি, লবণ, গ্লুকোজশূন্যতায় অসুস্থ হচ্ছে শিশুরা। লেখাপড়ার চাপে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করে না। ফলে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। বেশি বই শিশুদের মানসিক চাপও বাড়ায়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, পাঠক্রমের বাইরে এসব বই শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। শিক্ষা আইনে এ বিষয়ে নির্দেশনা থাকতে পারে। বিধিমালা তৈরি করে এসব বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেও শিশুদের বইয়ের বোঝা কমানোর মত দিয়েছেন। তিনি বলেন, নির্দেশনা জারি করলেই হবে না, আইন বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের তদারকি থাকতে হবে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অনুমোদনবহির্ভূত যে কোনো বই ক্লাসে পড়ানো অন্যায়। শিক্ষার্থীদের বইয়ের বোঝা অনেক কমিয়েছে সরকার। পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে নোট-গাইডের প্রয়োজন নেই। সরকারের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতনতা দরকার। শিক্ষার নামে কোনো বাণিজ্য বরদাশত করা হবে না।